খণ্ড ২, সংখ্যা ২ | ভাবনগর | এপ্রিল ২০১৫
Vol. 2, No. 2 | BHABNAGAR | April 2015

আলিস্তর ক্রোলির যোগসাধনা

বাংলার বাউল ও সুফি সাধনার সাদৃশ্য অনুসন্ধান

কিথ ই. কান্ত

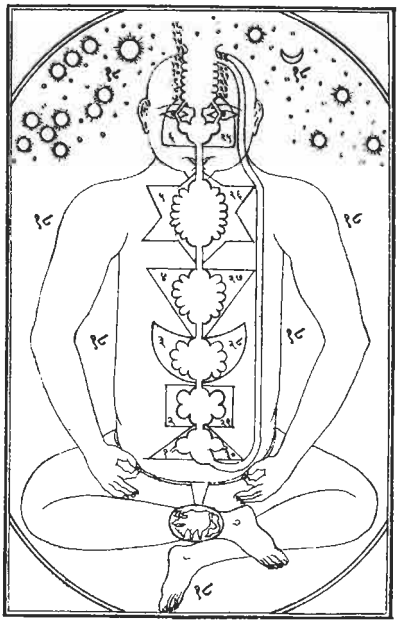

রাজযোগ ব্রহ্মজ্ঞানানুভূতি সহায় বেদ অবলম্বনে কুণ্ডলিনীর অবস্থান

The Yoga of Aleister Crowley

An Inquiry into its Resemblance to Bengali Baul and Sufi Practice

Keith E. Cantú

Abstract

Is there any commonality between the yogic sādhanā of Bangladesh and West Bengal and the spread of yogic practices in the English-speaking world? A survey of recent academic scholarship on the subject will turn up a wide variety of opinions concerning a major avenue for the spread of yoga: the methods that British occultist and poet Aleister Crowley (1875-1947 C.E.) adopted for teaching yoga within his Thelemic magical orders A.·.A.·. and Ordo Templi Orientis (O.T.O., which also oversees an ecclesiastical wing named Ecclesia Gnostica Catholica or E.G.C.). These scholarly opinions on "Crowley's yoga" are usually brief, often somewhat disparaging, and given the fleeting nature of the reference seem to implicitly argue that Crowley's role in the historical spread of yogic and/or tantric teachings from South Asia to parts of Europe and North America in the late 19th century—largely effected by the efforts of Swami Vivekananda, H.P. Blavatsky and the Theosophical Society, and Sir John Woodroffe—was minimal at best and problematically rooted in the romanticism and orientalism of the period. However, other scholars have published research recently that presents a markedly alternative story, research which implies that Crowley has had more impact on the dissemination of yogic and tantric teachings than most academics since Eliade's ground-breaking study on yoga have cared to admit. The first part of this article aims to contribute to this discourse by contextualizing Aleister Crowley and the movement Thelema with special reference to the influence of yogic ideas on the tradition, especially within the A.·.A.·. system of teaching and testing. The second part of the paper focuses on the groundbreaking research of Ahmad Sharif, especially his evidence that yogic ideas permeate Bengali literature irrespective of religion; he writes that Hinduism, Islam, Buddhism, and even non-religious literature and poetry are full of yogic discourse. If yoga is not limited either to a single religion or language, comparing forms of yogic practice in other cultural contexts can also allow scholars to better understand its perennial practice in Bangladesh and West Bengal.

আধুনিক যোগসাধনার বিষয়টা বিশ্লেষণ করলে আলিস্তর ক্রোলির (Aleister Crowley, 1875-1947 C.E.) নিয়ে অনেক মত পাওয়া যায়। ওর নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের নাম হল–"থেলিমা" (এটা একটা গ্রিক শব্দ, এর অর্থ সংকল্প বা ইচ্ছা), এই Thelemic Magic Orders-এর মধ্যে দুইটা সম্প্রদায় আছে–"এ ∴ এ ∴" (A.∴A.∴) এবং "ও.টি.ও" (O.T.O. or Ordo Templi Orientis) "ও.টি.ও"-এর মধ্যে আর একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় আছে, তার নাম হলো– "ই.জি.সি." (E.G.C. or Ecclesia Gnostica Catholica). কয়েকজন অধ্যাপক (White, Singleton) বলেন যে, আলিস্তরের যোগসাধনা প্রকাশে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও চিন (তিব্বত)-এর চেয়ে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দিকে (যেমন–স্বামী বিবেকানন্দ, এইচ. পি. ব্লাভাতস্কি ও থিওসোফিকল্ সমাজ, জন ওয়েদ্রোফ) প্রভাব কম ছিল। অথবা তারা বলেন যে, আলিস্তরের কথায় একটু "orientalism"-এর ভাব ছিল, যেমন ঐতিহাসিকভাবে "পশ্চিম" দেশের লোক "পূর্ব" দেশে এসে সে-দেশের আঞ্চলিক ধর্ম দেখে মুগ্ধ হয়। কিন্তু এই অধ্যাপকদের কথা আসলে ঠিক নয়, তাই বলে অন্য অধ্যাপকেরা (যেমন–Djurdjevic, Bogdan) কয়েকটি বই প্রকাশ করেছেন, এই বইগুলির মধ্যে অনেক ভিন্ন বিবরণ রয়েছে। এই সব বিবরণে আলিস্তরের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক যোগসাধনার প্রকাশের ক্ষেত্রে আলিস্তর একজন বড় মানুষ ছিলেন। এই প্রবন্ধে আলিস্তর ক্রোলির ও থেলিমার যোগসাধনার কথার প্রধান দিক শনাক্ত করা হবে। যেহেতু ওর কথার সাথে বাংলাদেশের (যেমন– লালন সাঁই, নাথ ও সুফি সম্প্রদায় ইত্যাদি) সাধনার একটু মিল পাওয়া যায়, সেহেতু আমি সে দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবো।

থেলিমা ও ওক্কালটিজম (নিগূঢ়তত্ত্ব) এবং যোগসাধনা

প্রশ্ন আসে যে, অধ্যাপকেরা কীভাবে থেলিমা নিয়ে বিবরণ দিয়ে থাকেন? উত্তরে বলা যায়– আসলে, এই সম্প্রদায় নিয়ে কোনো সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা এখনো হয় নি, কিন্তু তুলনামূলক ধর্মের ইতিহাসে আলিস্তর ক্রোলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিখ্যাত অধ্যাপক মির্সিয়া এলিয়াদে (Mircea Eliade, 1907-1986 C.E.) লিখেছেন যে, আলিস্তর ক্রোলি যখন ভিক্টোরিয়যুগে খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের শেষে একটা বড় "ওক্কালট্ এক্সপ্লোসিয়ন (occult explosion)" হয়েছিল, তখন তার ভাবনা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। ওই যুগে এক

রকমের মরমিয়া ভাব ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে অনেক লোকজনের মধ্যে জেগে উঠেছিল এবং তাঁদের খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। অনেক জ্ঞানী মানুষ হিব্রু ও গ্রিক অক্ষরমালার মধ্যে ও প্রাচীন মিশরিয় পৌরাণিক লেখার মধ্যে ডুবে ভাবছিলেন যে, তাদের নৈষ্ঠিক ধর্মের কথা ঠিক ছিল না। তার ফলে এই মানুষ "ওক্কালটিজম" বা নিগূঢ় ভেদের মধ্যে খুঁজে তারা অনেক ভিন্ন রকমের সাধনা করতে শুরু করে। এক রকমের সাধনা ছিল "আনুষ্ঠানিক ম্যাজিক" (ইংরেজি ভাষায় "ceremonial magic" প্রাচীন ইংরেজি বানানে — "magick")

মির্সিয়া এলিয়াদে বলেন যে, আলিস্তর ক্রোলির ভাবনায় আরেক জনের প্রভাব ছিল, তার নাম হল—এলিফাজ লেভি (Eliphas Levi a.k.a. Alphonse Louis Constant, 1810-1875 C.E.) মির্সিয়া এলিয়াদে অসম্মানসূচকভাবে বলেছেন যে, এলিফাজ লেভির লেখা হল "a mass of pretentious jumble", কিন্তু আলিস্তর ক্রোলির এলিফাজের লেখাকে খুব ভাল লেগেছে এবং তার বইগুলিকে A.·.A.·. student reading list-এ দিয়েছিলেন। এলিফাজ লেভির লেখায় অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে; তাঁর ফরাসি ভাষার বই *La Clef des Grand Mystères* ইংরেজিতে অনুবাদ করে আলিস্তর ক্রোলি সাময়িক জার্নাল "The Equinox: the Method of Science, the Aim of Religion" প্রকাশ করেছেন (প্রকাশ হয়েছিল লন্ডনে, ১৯০৯-১৯১৩ C.E.)

YOGA AND MAGIC

I. Yoga is the art of uniting the mind to a single idea.
It has four methods.

	Gnana-Yoga.	Union by Knowledge.
	Raja-Yoga.	Union by Will.
	Bhakta-Yoga.	Union by Love.
	Hatha-Yoga.	Union by Courage.
add	Mantra-Yoga.	Union through Speech.
	Karma-Yoga.	Union through Work.

These are united by the supreme method of Silence.

II. Ceremonial Magic is the art of uniting the mind to a single idea.
It has four Methods.

	The Holy Qabalah.	Union by Knowledge.
	The Sacred Magic.	Union by Will.
	The Acts of Worship.	Union by Love.
	The Ordeals.	Union by Courage.
add	The Invocations.	Union through Speech.
	The Acts of Service.	Union through Work.

These are united by the supreme method of Silence.

Fig. 1. "Postcards to Probationers" (Crowley, *The Equinox* Vol. 1, 1909).

প্রশ্ন হতে পারে "ওক্কালট্ ম্যাজিক"-এর সাথে যোগসাধনার কি রকমের মিল আছে? Singleton তাঁর আধুনিক যোগের বিষয়ের প্রকাশনে (*Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice*. New York: Oxford University Press, 2010 C.E.) বলেন—

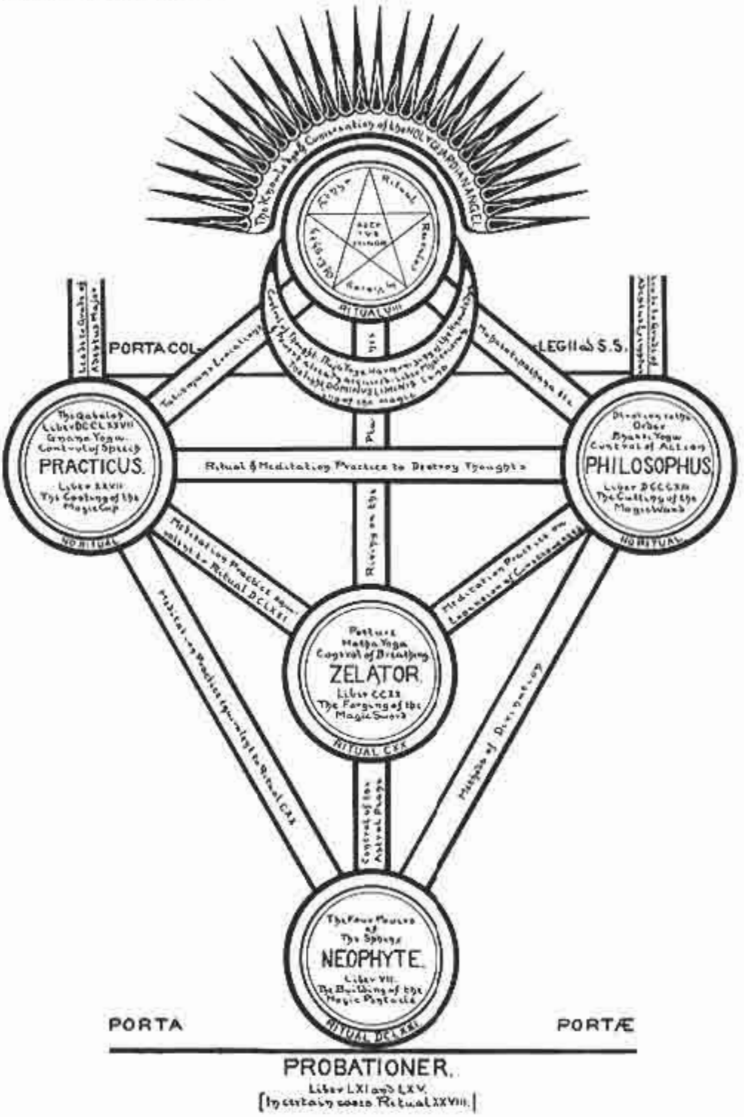

Fig. 2. ইহুদি মরমিয় জীবনের গাছের নিচে পাঁচটি "sefiroth" তাদের সাথে A.·. A.·. ক্রম ও যোগসাধনার পরীক্ষা (Crowley, *The Equinox* I(3), 5).

> "There is little doubt that Crowley, as well as other occult authors who were trying their hand at yoga, greatly contributed to a generalized identification of yogins with magicians" (66).

কিন্তু এই "identification" কিভাবে হয়েছে?

আলিস্তর ক্রোলির লেখার মধ্যে বিভিন্ন অনুশাসন বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পর্যায় বা ক্রমের ("Grades") জন্য আছে। প্রথম পর্যায় বা ক্রম হল—"Probationer" বা নবিশ। তাদের জন্য একটা অনুশাসন আছে, লেখার নাম হল "Postcards to Probationers" এই লেখায় যোগসাধনার কথা আছে—

"Yoga is the art of uniting the mind to a single idea. It has four methods" (অর্থাৎ, মন একটি ভাবের সাথে মিলন করার শিল্পটাই হল—যোগসাধনা। এর চার উপায় আছে)। এই চার উপায় হল—"জ্ঞান-যোগ" বা "Union by Knowledge", "রাজ-যোগ" বা "Union by Will", "ভক্তি-যোগ" বা "Union by Love", "হঠ-যোগ" বা "Union by Courage"; এরমধ্যে আরও আছে—"মন্ত্র-যোগ" বা "Union through Speech" এবং "কর্ম-যোগ" বা "Union through Work"। তারপর বলা হয়েছে যে, "These are united by the supreme method of Silence" (অর্থাৎ, এইগুলি নীরবতার পরম উপায়ে মিলিত হয়)।

এখানে এক সংখ্যা হল; তারপর হল দুই সংখ্যা—"Ceremonial Magic is the art of uniting the mind to a single idea. It has four methods" (অর্থাৎ, মন একভাবের সাথে মিলন করার শিল্পটা হল আনুষ্ঠানিক ম্যাজিক। তার চার উপায় আছে)। এই চার উপায় হল—"The Holy Qabalah" (অর্থাৎ, পবিত্র কাবালাহ্; ইহুদি মরমিয় সৃষ্টিতত্ত্ব ও অক্ষরমালার জ্ঞান), "The Sacred Magic" (পবিত্র ম্যাজিক), "The Acts of Worship" (ভক্তির কর্ম), "The Ordeals" (পরীক্ষা), এর মধ্যেও "The Invocations" (উপাসন বা প্রার্থনা ও "The Acts of Service" (উপকারের কর্ম)।

এই যোগ সাধনার ও ম্যাজিকের উপায় একটা ক্রমের মানচিত্র রয়েছে। এ মানচিত্র হল মরমিয় ইহুদি জীবনের গানের নিচের ভাগ। "এ.·. এ.·." (A.·. A.·.) সম্প্রদায়ে "Probationer" থেকে "Neophyte" থেকে "Zelator" থেকে "Practicus" থেকে "Philosophus" থেকে "Dominus Liminis" থেকে "Adeptus Minor" হল প্রথম ক্রম। এই মানচিত্রের অগ্রে (কিন্তু গাছের আড়ে, তা নয়) একজন পবিত্র অভিভাবক ফেরিশতার জ্ঞান ও আলাপ হয়। ইংরেজি এই অবস্থা হল—"The Knowledge and Conversation of the Holy Guardian Angel" "ওক্কালট্ ম্যাজিক" যোগসাধনার সাথে এই রকমের মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের যোগসাধনা

এখন আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই যে, বাংলাদেশের সাধন-তত্ত্বের সাথে এর মিল কীভাবে হয়? এক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে পাই, বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস বলে যে যোগসাধনা কোনো ধর্মের সম্পত্তি নয়। ডক্টর আহমদ শরীফ এ বিষয়ে বলেছেন—

মুসলিম বিজয়ের পরে ভারতিক সূফীমতেরও অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠে এই যোগ। ফলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সমাজে যোগ সামান্য আচারিক পার্থক্য নিয়ে সমভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এক কথায় আধ্যাত্ম সাধনার তথা মরমীয়াবাদের ভিত্তিই হল যোগ-পদ্ধতি। বৌদ্ধ সিদ্ধা, সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থী, হিন্দু শৈব, শাক্ত, মুসলিম সূফী ও হিন্দু-মুসলিম বাউলদের মধ্যে আজো তা বিরল। (১৩৭৫ B.S., ষ-স)

আমি একটা উদাহরণ দেই। মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিধর্মের মধ্যে একটা প্রাচীন চিহ্ন রয়েছে, আর তা হলো—আদম ও হাওয়ার পৌরানিক গল্পটা। বাঙালি কবি সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশের* মধ্যেও গল্পটা আছে। তাতে হাওয়ার অন্য নাম হলো—জগতের মাতা; বলা হয়েছে—

আদমে পুছিলা যবে ফিরিস্তাএ কহে তবে
জগতের মাতা এহি নারী
তোমার কারণে নারী সৃজিলা গৌরব ধরি
এহি জান জগতের ঈশ্বরী।
দেখিয়া যে চন্দ্রমুখী আদম হৈলা সুখী
এক দৃষ্টে চাহে নিরন্তর
অন্যে অন্যে দেখা হৈল আঁখি আঁখি ভেল মিল
স্কদএ ফুপিল কামশর। (১৩৮৫ B.S., ৬৮)

শিল্পীর চোখে কুণ্ডলিনী চক্র জাগ্রত করার পর যে আলোক অনুভব ঘটে তার কল্পিত চিত্র

গল্পটায় হাওয়া সাপিনীর কথা শুনে গাছের ফল পেড়ে আদমকে খাইতে দিয়েছেন। আগে ঈশ্বর এই ফল নিয়ে বলেছেন–

অঙ্কুর বৃক্ষের তলে না যাইবা তুমি
সর্বথাএ তমারে নিষেধ কৈল আমি।
মোর বাক্য না মানিয়া যদি খাও ফল
আপনে সন্তাপ পাই হইবা বিকল। (Ibid, 71)

আদম ও হাওয়া তো ফল খেয়ে ঈশ্বর তাদের বাগান থেকে উচ্ছিন্ন করেছেন। কিন্তু এ অবস্থা আসলে একদম খারাপ কি না? গল্পটার সাপিনী (ফিরিস্তা ইবলিশ) আদম-হাওয়াকে এক রকমের চৈতন্য দিয়েছেন। এক রকমের আত্মতত্ত্ব তাদের দিয়েছেন। এক রকমের কুণ্ডলনীও দিয়েছেন।

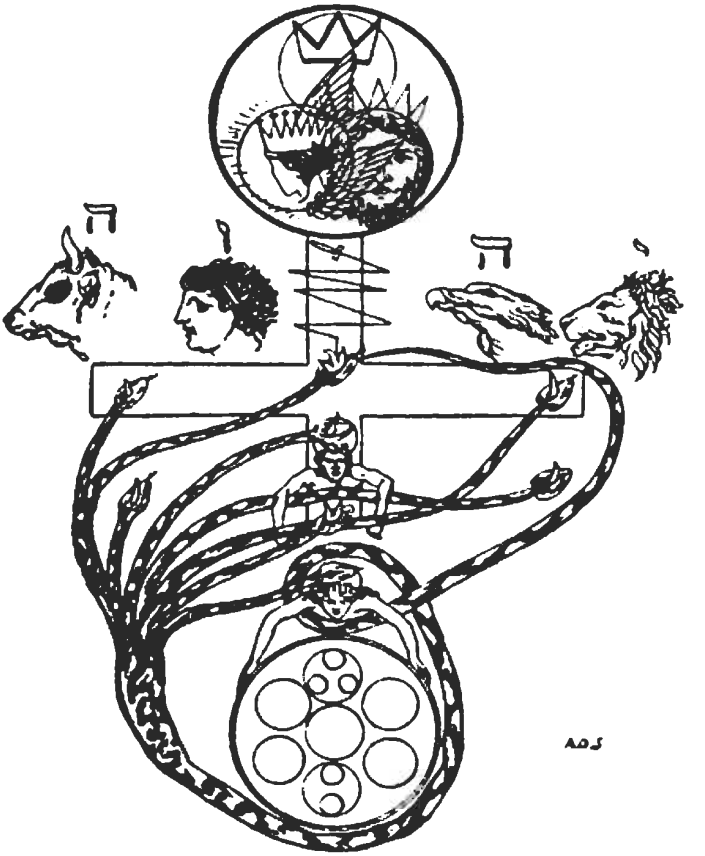

Fig. 3. আদম ও হাওয়ার শাপ। নিচে হল জীবনের গাছ, সাপিনীর মধ্যে আদম ও হাওয়া। তিনটি পশু ও একটি পুরুষ হল চারটি ভূত–পৃথিবী, বাতাস, জল-পানি ও আগুন এবং বৃষ, কুম্ভ, বিছা ও সিংহ রাশির চিহ্ন। (Crowley, *The Equinox* I (2), 283).

লালন সাঁইয়ের একটি গানে এ ধরনের ইশারা আছে, গানটি এমন—

যেখানে সাঁইর বারামখানা
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে
দেখতে যেন ভুজঙ্গনা॥

যা ছুঁইলে প্রাণে মরি
এ জগতে তাইতে তরি
বুঝে তো বুঝতে নারি
কি করি তার নাই ঠিকানা॥

আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে
কুবৃক্ষে সুফল পেয়েছে
আমার মনের ঘোর গেল না॥

যে ধনের উৎপত্তি প্রাণধন
সেই ধনের হল না যতন
আকর্মের ফল পাকায় লালন
দেখে শুনে জ্ঞান হল না॥

ডক্টর ক্যারল সলোমন এই গান নিয়ে ইংরেজি ভাষায় লিখিছেন—"The snake represents the kuṇḍalinīśakti [কুণ্ডলণীশক্তি], the female power described in tantric texts as a snake lying coiled up in the *mūlādhār cakra* [মূলাধার চক্র]. It also symbolizes women in general" (অপ্রকাশিত রচনা)।

লালন সাঁইয়ের গানে ও নাথসম্প্রদায়ের রচনায় এক রকমের সাধনার কথা আছে, বিষয়ের নাম হলো—"উল্টো সাধনা"। যে দেহের মধ্যে মৃত্যু থেকে সৃষ্টির মূল পাই, সেটাই উল্টো সাধনার লক্ষ্য। কুণ্ডলিনী যখন গাছের (বা দেহের) মূলাধার থেকে উঠে যায় তখন আত্মতত্ত্বও জানা যায়। কীভাবে কুণ্ডলিনী ঘুম থেকে জেগে উঠাবে? বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন যুগে একি যোগসাধনার উপদেশ থাকে—

> বাঙলা চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণ, কীর্তনে, গোর্খসংহিতায়, যোগীকাচে, চৈতন্যচরিতে, মাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, সহদেব ও লক্ষ্মণের অনিল পুরাণে, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, গৌবিন্দ দাসের কালিকা মঙ্গলে, দ্বিজ শত্রুঘ্নের স্বরূপবর্ণনে, আর যোগচিন্তামণি, বাউলগান, প্রভৃতি সব গ্রন্থে ও রচনায় যোগ আর যোগীর কথা পাই। (শরীফ ১৩৭৫ B.S.S., স)

বাংলা ভাষায় "যোগ কলন্দর"-এর মধ্যেও একই রকমের কথা আছে যে—আদম ও হাওয়ার অবস্থায় সাপিনীর দেওয়া ফল খেয়ে কোনো পাপ হয়নি, এটা মারফতের কথা।

এই ভাবনার ভেতর দিয়েই হয়তো থেলিমার ওক্কালট্ ম্যাজিক-এর সাথে মিল আপনা হতেই রয়ে গেছে এবং তা নিয়ে নতুন গবেষণারও সুযোগ আছে। কেননা, উপরের গল্পে

Darvieshi in Tabular Form

Names of Maqāms.	Nāsūt.	Malkūt.	Jabrūt	Lāhūt.
Situations of Maqāms in the human body.	Sacral region	Region of navel	Sinciput	Heart
Guardian angels of Maqāms	Azrāil	Isrāfil	Mikāil	Jibrāil
Forms generally assumed by the guardian angels.	Tiger	Serpent	Elephant	Pea-cock
'Unāsir or elements corresponding to Maqāms.	Fire	Air	Water	Earth
Colours of elements	Red	Green	White	Yellow.
Manzils corresponding to Maqāms.	Sharī'at	Ṭarīqat	Ḥaqīqat	Ma'rafat
Obligations of Manzils	Imān, Namāz Rūzah, Ḥajj, Zakāt.	Extinction of lust, anger avarice, infatuation.	Absorption in the thought of God.	Knowledge of one's own self.
Dhikr prescribed for Manzils.	Lā ilāha illāllāh or There is no God but Allah	Yā hū or O He :	Hū Hū or He, He	Allāh hū or Allāh is He
Chakras in Yoga corresponding Maqāms.	Mūlādhāra	Maṇipura	Ājñā	Anāhata.
Seasons prevailing in Maqāms.	Grisma or Summer.	Hemanta or Early winter.	Basanta or Spring.	Śarat or Autumn.

Fig. 4. A History of Sufi-ism in Bengal (Haq 1975, 416). যোগ কলাচক্রের চিত্র।

ঢাকায় লালনসংগীত পরিবেশনার ফাঁকে
ভাবসাধনায় মগ্ন প্রাবন্ধিক কিথ কান্ত (বামে) ও সাধিকা ম্যাডেলিন বেকের (ডানে), ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

বেশ বোঝা যায় সৃষ্টির বাগানে একটি ফিরিস্তা মানুষকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিয়েছেন, এবং এই জ্ঞান ঈশ্বরের শরায়ের উপর। তার ফলে আমরাও লালন সাঁইয়ের ভাষায় বলতে পারি—"আমি মানুষ", "আমি সত্য", "আমি কি তাই জানিলে সাধন সিদ্ধি হয়"।

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এবারে লালন সাঁইয়ের শেষোক্ত গানটির মূল বাংলা পাঠ ও তার সটীক ইংরেজি অনুবাদ প্রদান করা হলো।

আমি কি তাই জানিলে
সাধন সিদ্ধি হয়।
আমি কথার অর্থ ভারি
আমাতে আর আমি নাই॥

If I know "I" then my striving[1]
becomes attainment[2].
The word "I" has heavy significance
"I" is no longer within me.[3]

অনন্ত শহর বাজারে
আমি আমি শব্দ করে

আমার আমি চিন্তে নারে
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়॥

The eternal city, in the bazaar
They shout, "I, I!"
Unable to recognize my own "I"
I read scripture like a madman.

মনসুর হাল্লাজ ফকির সেতো
বলেছিল আমি সত্য
সই পলো সাঁইর আইন মত
শরায় কি তার মর্ম পায়॥

After all, this Mansur Hallaj Fakir
Had said, "I am the Truth."
This is approved by the Master's law,
But is this interpretation from Sharia ?

কুমবে এজনি কুমবে এজনিল্লা
সাঁইর হুকুম দুই আমি হিল্লা
লালন বটে এ ভেদ খোলা
আছেরে মুর্শিদের ঠাঁই॥

Lessen the fire, lessen the divine fire
The Master's command for the Fate of the two "I's"
Lalan says, "This open distinction
Is present where the Guide[1] dwells."

---

1. Bangla *sādhanā*, which refers to striving in general, but among Baüls directly implies a spiritual context or path.
2. Bng. *siddhi*, often used in a yogic context to refer to abilities or esoteric powers obtained by means of ritual practice.
3. The use of the Bengali pronoun *āmi* (first person singular, nominative case) is consciously employed throughout the song, creating several plays on words and phrases. I have thus kept to the original pattern rather than substituting "self," but the essential meaning is virtually the same.
4. lit. the Vedas, often used in Lalan songs as an epithet for religious scripture in general.

5. Mansur al-Hallaj (859-922) is a famous Persian Sufi who was allegedly executed for declaring, "I am the Truth." (Ar. *Ana al-Haqq*) which is one of the traditional 99 names reserved for Allah, or God.
6. Bng. *Sai*, derived from Sanskrit *svāmi*—"master, lord;" among Baüls nearly always used as a title for one's inner divinity.
7. Bng. *śarāy*, Bengali form of *śariat*, religious law or custom.
8. Persian *ezni* and *eznillah*—"fire" and "fire of God."
9. In Hallaj's work *Kitāb at-tawāsīn* there is a contrast made between two different models of 'I' that claim to be the Truth—that of Pharaoh/Iblis/Satan and that of the loving mystic: "the 'I' of the Egyptian ruler was an expression of infidelity but that of Hallaj expressed divine grace" (Schimmel, *Mystical Dimensions of Islam*, 66).
10. Bng. *murśid*—"murshid" from the Arabic word for "guide" (along the Sufi path)—in Lalon's songs usually synonymous with "Guru;" also often includes the metaphorical sense of one's inner guide or supreme spirit.

[English translation by Keith E. Cantú, with assistance from Bidhan Fakir, Humayon Sadhu, Prof. Nandini Abedin, Dr. Terri DeYoung and the research of the late Dr. Carol Salomon]

গ্রন্থপঞ্জি

Bogdan, Henrik and Martin P. Starr, editors.
2012 *Aleister Crowley and Western Esotericism.* New York: Oxford University Press.

Crowley, Aleister E.
2004 *Magick: Liber ABA, Book Four.* Revised Second Edition. Ed. Hymenæus Beta. First published 1913.
1910 *The Equinox* I(3). London: Privately Printed.
1909 *The Equinox* I(2). London: Privately Printed.

Djurdjevic, Gordan
2008 *Masters of Magical Powers: Nāth Yogis in the Light of Esoteric Notions.* VDM Verlag.

Eliade, Mircea
1976 *Occultism, Witchcraft, and Cultural Fashions.* Chicago and London: University of Chicago Press.

Haq, Muhammad Enamul
1975 *A History of Sufi-ism in Bengal.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Sharif, Ahmad

1978 *Nabībansa* of Syed Sultan, vol. 1. Dhaka: Bangla Academy. 1385 B.S.

1969 *Bāṅglār Sūphī Śahitya.* Dhaka: Bangla Academy. 1375 B.S.

Singleton, Mark

2010 *Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice.* New York: Oxford University Press.

Swami, Sabhapati

1892 *Rajayoga Brahmajnananubhuti Samgraha Veda (রাজযোগ ব্রহ্মজ্ঞানানুভূতি সংগ্রহ বেদ),* Sanskrit o Hindi bhasay prakashon.

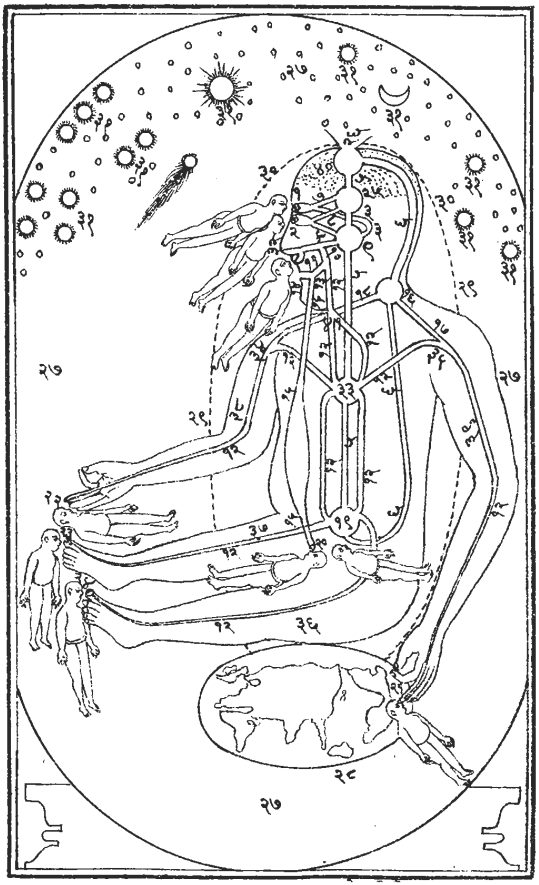

রাজযোগ ব্রহ্মজ্ঞানানুভূতি সংগ্রহ বেদের যোগসাধনার মুদ্রা ও তার নানা ক্রিয়া